# জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

(২০০৯ সালের জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি সংবিধিবদ্ধ স্বাধীন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান)

বিটিএমসি ভবন (৯ম তলা), ৭-৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৭

ই-মেইলঃ nhrc.bd@gmail.com

স্মারক নং: এনএইচআরসিবি/প্রেস:বিজ্ঞ:/-২৩৯/১২-৪৬৩৭ তারিখ: ২৮ আগস্ট ২০১৭

## প্রেস বিজ্ঞপ্তি-

# সাম্প্রতিক গুম/ অপহরণ ঘটনায় উদ্বেগ

সাম্প্রতিক গুম/ অপহরণ ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করছে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন। সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত খবরের ভিত্তিতে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের তথ্য সংরক্ষণ অনুযায়ী, ২০১৭ সালের জানুয়ারি- জুন পর্যন্ত গুম/ অপহরণ হয়েছেন ৫২ জন। গনমাধ্যমসূত্রে জানা যায়, গত ছয় দিনে দুই ব্যবসায়ী ও এক ব্যাংক কর্মকর্তাকে গোয়েন্দা সংস্থার পরিচয়ে অপহরণ করা হয়। এ ধরণের একের পর এক অপহরণের ঘটনা নিন্দনীয়।

সম্প্রতি মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়ের সভাপতিত্বে কমিশনের অন্যান্য সদস্যদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত ফুল-বেঞ্চ সভায় গুম/ অপহরণ অভিযোগগুলো নিয়ে আলোচনা হয় এবং কমিশন উদ্বেগ প্রকাশ করে। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি গুম/ অপহরণ ঘটনায় কমিশন স্বতঃপ্রণোদিত অভিযোগ আমলে নিয়েছে। উল্লেখ্য, বেলারুশের অনারারি কন্সাল ব্যবসায়ী অনিরুদ্ধ কুমার রায় নিখোঁজের ঘটনাকে কমিশন গুরুত্বের সাথে আমলে নিয়ে তদন্ত-পূর্বক প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ দিয়েছে।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান কাজী রিয়াজুল হক বলেন, “অপহরণ/ গুমের শিকার হওয়া মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন। যেহেতু জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব তাই, নিখোঁজ ব্যক্তিদের দ্রুত খুঁজে বের করে পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া ও ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত করার আহ্বান জানাচ্ছি। কমিশন মনে করে, আইন শৃঙ্খলা বাহিনী কর্তৃক এ ধরণের অপরাধ ঘটে থাকলে তা মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। আইন শৃঙ্খলা বাহিনী তথা দেশের ভাব-মূর্তি এতে ক্ষুণ্ন হওয়ার আশংকা রয়েছে। এছাড়াও, সামাজিক অস্থিরতা এবং বিচারহীনতার সংস্কৃতির কারণে এ ধরণের ঘৃণ্য ঘটনার সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে প্রতীয়মান হয়। এ ধরণের ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে এসব ঘটনা দ্রুত আমলে নিয়ে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক”।

বার্তা প্রেরক

ফারহানা সাঈদ
জনসংযোগ কর্মকর্তা
জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, বাংলাদেশ
মোবাইলঃ ০১৭৯০৫৩৬৯৩৬